# সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ সপ্তম সংখ্যা ❑ কার্তিক-১৪২৭, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০২০ ❑ পৃষ্ঠা ৮



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর .... ২ | পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সারা .... ৩ | পাবনা অঞ্চলের এআইসিসি ... ৪ | রংপুরে কৃষি সচিবের কফি .... ৫ | সকল উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হলো .... ৬


## খাদ্য নিরাপত্তা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সারাদেশে আরও শস্যগুদাম নির্মাণ করা হবে –মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও সাথে আছেন মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বাংলাদেশে শস্যগুদাম কার্যক্রমটি একটি জনপ্রিয় ও সফল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে। এ সাফল্যকে সামনে রেখে খাদ্য নিরাপত্তা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সারাদেশে আরও শস্যগুদাম নির্মাণ করা হবে। একই সাথে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সারাদেশে সম্প্রসারিত ও বর্ধিত করা হবে। যাতে করে কৃষিকে আরও উন্নত করা যায়; কৃষকের জীবনমানকে উন্নত করার কাজে লাগানো যায়।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫ নভেম্বর ২০২০ বৃহস্পতিবার কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এলজিইডির ৬৯টি শস্যগুদামের মালিকানা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তর ও ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো: তাজুল ইসলাম এমপি।

এলজিইডির মালিকানাধীন ৬৯টি শস্যগুদাম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে হস্তান্তরের সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো: আব্দুর রশীদ খান। এ ছাড়া দেশের ০৮টি বিভাগের ৪৭টি জেলার ১০৬টি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম।

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩*

## মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সব ধরনের উদ্যোগ নেয়া হবে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*অনলাইনে মতবিনিময় সভায় বক্তব্যরত মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, দেশে অর্থকরী ফসল মাশরুম চাষের সম্ভাবনা অনেক বেশি। এই সম্ভাবনাকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে হবে। দেশের বেশির ভাগ মানুষ হচ্ছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এবং ভূমিহীন। তাদেরকে মাশরুম চাষে সম্পৃক্ত করতে পারলে কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ তৈরি হবে। মাশরুম চাষ সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয় করতে পারলে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ভূমিকা রাখতে পারবে। অন্যদিকে দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার যুবক রয়েছে যারা চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

## ফলন বাড়াতে সিলেট অঞ্চলে নতুন জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে

*কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, কৃষি মন্ত্রণালয়*

ধানের ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে নতুন জাত ও প্রযুক্তি দ্রুত সম্প্রসারণ করতে হবে এ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কৃষি কর্মচারীদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। বিএডিসি-কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ আরো জোরদার করতে হবে। ৩০ অক্টোবর ২০২০ শুক্রবার সিলেটের হোটেল মেট্রো ইন্টারন্যাশনাল মিলনায়তনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, হবিগঞ্জ কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সিলেট এর সহযোগিতায় "সিলেট অঞ্চলে বোরো ধানের

*এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩*

## জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে কৃষি সচিবের শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ২৩ অক্টোবর ২০২০ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ও রূহের মাগফিরাত কামনায় মোনাজাত করেন। এ সময় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ শফিকুল আহম্মদ ও বিএডিসি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। পরে কৃষি সচিব বিজয় রেস্ট হাউজে কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন ফরিদপুর অঞ্চলের প্রধানগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় তিনি বলেন, করোনা পরবর্তীতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে কৃষি মন্ত্রণালয় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি সচিব মুজিব শতবর্ষ স্মরণে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপ্লেক্স একটি খাটো জাতের নারিকেলের চারা রোপণ, পারিবারিক পুষ্টি বাগান, ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ পরিদর্শন করেন। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকার সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, ডিএই ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ রিফাতুল হোসাইন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর, খুলনা ও যশোর অঞ্চলের উপপরিচালকগণসহ কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

*শেখ ফজলুল হক মনি, কৃতসা, খুলনা*

## এক দিনে ২ হাজার ৭১ জনের কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহ

ঝালকাঠির নলছিটিতে ২ হাজার ৭১ জনের কৃষিকথার গ্রাহক সংগ্রহ করলেন উপজেলা কৃষি অফিসার ইসরাত জাহান মিলি। একক প্রতিষ্ঠান হতে এক দিনে এতসংখ্যক গ্রাহক অর্জন সর্বকালের শীর্ষে। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ বরিশালের খামারবাড়িস্থ অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই কক্ষে আঞ্চলিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভায় গ্রাহকের এ অর্থ আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেনের হাতে তুলে দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ গোলাম মো. ইদ্রিস, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, ডিএই ঝালকাঠির উপপরিচালক মো. ফজলুল হক, নলছিটির কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আলী আহম্মদ, কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, কৃষিকথা কৃষি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। ৮০ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের সেরা কৃষিবিদদের লেখা এ পত্রিকায় স্থান পায়। বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। যেহেতু সরকারি পত্রিকা, তাই ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের সরবরাহ করা হয়। ডাকমাশুলসহ বছরে খরচ ৫০ টাকা। এজেন্ট হলে আরো কম। মাত্র ৪২ টাকা। ২০টি পত্রিকা হলেই এজেন্ট হওয়া যায়।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

## আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বল্প জীবনকালীন বীজের সম্প্রসারণ

*অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মো: আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই*

বাংলাদেশে কৃষি শিবিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অফিস কনফারেন্স হলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক কর্মশালা ৬ নভেম্বর ২০২০ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, নতুন নতুন জাতসমূহ কৃষকদের মাঝে পরিচিতি ও জনপ্রিয় করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। স্বল্প জীবনকালীন জাতসমূহ মাঠে বিস্তার, বীজের চাহিদা মিটানো নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল প্রয়োগসহ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অত্যন্ত যোগ-উপযোগী। এ উদ্দেশ্যগুলো মাঠে সঠিকভাবে বিস্তার লাভ করতে পারলে খাদ্য ঘাটতি মিটানোসহ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপস্থিত ময়মনসিংহ অঞ্চলের জেলা ও উপজেলার সকল কর্মকর্তাগণের প্রতি আহ্বান জানান। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যার যার অবস্থান থেকে মাঠ মনিটরিংসহ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন। সে সাথে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদনে সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো: মোয়াজ্জেম হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড: মো: রেজাউল করিম এডি (ভারপ্রাপ্ত) ডিএই, ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ, কৃষিবিদ আব্দুল মাজেদ এডি (বালাইনাশক ও মাননিয়ন্ত্রণ) ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা।

উক্ত কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোহাম্মদ আলী জিন্না ডিপিডি আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাটবীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প। কর্মশালায় ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, বিজ্ঞানীগণ, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

*সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, ময়মনসিংহ*

# পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে সারা দেশে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ ছড়িয়ে দিতে হবে–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রদর্শনী প্লট থেকে নমুনা পেঁয়াজ সংগ্রহে দেখা যাচ্ছে হেক্টর প্রতি প্রায় ১৯ মেট্রিক টন গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে যা খুবই আনন্দের ও আশাব্যাঞ্জক। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে এই উচ্চফলনশীল বারি-৫ জাতের পেঁয়াজের চাষ সারা দেশে দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ পেঁয়াজে আমরা অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে চাই না, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চাই। দেশে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট চলছে। পেঁয়াজ রাজনৈতিক ইসু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার সবচেয়ে সম্ভাবনা তৈরি করেছে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে আমাদের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন করতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০১ নভেম্বর ২০২০ রোববার মন্ত্রণালয় থেকে মেহেরপুরের সদর উপজেলার কালিগাংনি গ্রামে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আয়েজিত 'গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের' মাঠ দিবসে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অনলাইনে এ কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, এমপি এবং সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম।

মাঠদিবসে প্রদর্শনী প্লট থেকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের নমুনা হার্ভেস্টে দেখা যায়, বারি-৫ জাতের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন অনেক ভালো, হেক্টর প্রতি প্রায় ১৯ মেট্রিক টন। এ বছর মেহেরপুরে ১৭৯জন কৃষক প্রায় ২৫ একর জমিতে বারি-৫ জাতের গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ করেছেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, পেঁয়াজ অত্যন্ত পচনশীল পণ্য। মজুত করে রাখা যায় না। সহজে মজুত করে রাখতে পারলে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট হতো না। পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা বাড়াতে হবে অথবা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বিশেষ কোল্ড স্টোরেজে মজুত করতে পারলে পেঁয়াজ নিয়ে সংকট কমতো, তবে সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যেতে পারে। সে তুলনায় তুলনামূলকভাবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষ সহজতর ও অধিক সম্ভাবনাময়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনকে দ্রুত সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, এই উচ্চফলনশীল বারি-৫ জাতের পেঁয়াজের চাষ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষিদের বীজ, উপকরণ, প্রযুক্তিসহ সব ধরনের সহযোগিতা দেয়া হবে।

স্বল্পসুদে পেঁয়াজ চাষিদের কৃষিঋণ নিশ্চিত করতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের সমন্বয়ে কমিটি করে দেয়া হবে উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি আরও বলেন, পেঁয়াজ, রসুনসহ মসলাজাতীয় ফসলের চাষে মাত্র ৪% সুদে কৃষকেদেরকে কৃষিঋণ দেয়া হয়। কিন্তু দু:খজনক হলো এ কৃষিঋণ প্রকৃত কৃষক পায় না। স্থানীয় প্রভাবশালীরা এসব কৃষিঋণ নিয়ে কৃষিবাদে অন্যান্য কাজে লাগায়। এ কৃষিঋণ যাতে প্রকৃত কৃষক পায়; পেঁয়াজ, রসুনসহ মসলাজাতীয় ফসলের চাষে কাজে লাগে তা কঠোরভাবে এসব কমিটির মাধ্যমে মনিটর করা হবে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর কৃষিতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। এখানকার মাটি খুবই উর্বর হওয়ায় প্রায় সব ধরনের ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। অন্যান্য ফসলের পাশাপাশি পেঁয়াজের ফলনও অনেক। দেশে পেঁয়াজের ঘাটতি পূরণে এই অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সম্মানিত কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, আগামী ৩ বছরে দেশে পেঁয়াজের উৎপাদন ১০ লাখ টন বাড়ানো হবে। সেজন্য গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় এ লক্ষ্য অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অনুষ্ঠানে বারি'র মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো: হামিদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## কৃষিতে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রস্তুত

শেষের পাতার পর

দেশে করোনা আক্রমণের শুরুর দিকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষকেরা মাঠে কাজ করেছে। ফসলের উৎপাদন ও কর্তন অব্যাহত রেখেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর কর্মকর্তারাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কৃষকের পাশে ছিল। সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে করোনা, আম্পান ও দীর্ঘমেয়াদি বন্যা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। এখন পর্যন্ত দেশে খাদ্য নিয়ে কোনো বিপর্যয় হয় নাই, কোনো খাদ্য সংকট হয় নাই। আশা করি আগামী দিনেও খাদ্যের কোনো সংকট হবে না। তারপরও করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় আমাদের সকল প্রস্তুতি থাকতে হবে যাতে করে আমরা কৃষি উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারি।

সভায় জানানো হয়, চলমান ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৬৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২ হাজার ৩৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ৯%।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## বাংলার কৃষি হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় খাত–মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

শেষের পাতার পর

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ শাহে আলম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক চিন্ময় রায় এবং উপজেলা চেয়ারম্যান মো. আব্দুল হক।

উপজেলা কৃষি অফিসার চপল কৃষ্ণ নাথের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পৌর মেয়র মো. গোলাম কবীর, আওয়ামী লীগের উপজেলা সভাপতি এম এ হামিদ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সঞ্জয় হালদার, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান নার্গিস জাহান প্রমুখ।

গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন এ মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন বিভাগসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০টি স্টল স্থান পায়। মেলায় আগত দর্শনার্থীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

*নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

অনলাইনে নিরাপদ কৃষিপণ্য ক্রয়/বিক্রয়ে
ভিজিট করুন ফুড ফর ন্যাশন
www. foodfornation. gov.bd

# পাবনা অঞ্চলের এআইসিসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

*কৃষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস*

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত পাবনা অঞ্চলের পাবনা সদর, সাঁথিয়া, বেড়া ও সুজানগর ০৪টি উপজেলার এআইসিসি সদস্যদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ের ওপর ০২ ব্যাপী দিন কৃষক প্রশিক্ষণ গত ১৯-২০ অক্টোবর পাবনাস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিসের আইসিটি ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম।

তিনি সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ উল্লেখ করে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও গ্রামীণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে মাঠপর্যায়ে আধুনকি কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার সম্প্রসারণে মাধ্যমে কৃষকরের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এর ধারাবাহিকতায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে এআইসিসি সদস্যদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সেই সাথে তিনি প্রকল্পের পরিচিতি, কৃষি তথ্য বিস্তারে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার ভূমিকা এবং কৃষিতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পাবনা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সরকার প্রশিক্ষণে বিভিন্ন কার্যকারিতা বিষয়ের ওপর বিস্তারিত তথ্য মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, উক্ত প্রশিক্ষণে ৩০ জন এআইসিসি সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

# ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলায় বিনাধান-১৬ এর মাঠ দিবস

বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), উপকেন্দ্র, কুমিল্লা এর আর্থিক সহযোগিতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার আয়োজনে ৪ নভেম্বর ২০২০ মোহনপুর ব্লকের, পুথাই গ্রামে, কৃষক মো: বিল্লাল মিয়ার জমিতে বিনা ধান-১৬ প্রদর্শনীর মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে সংযুক্ত হয়েছেন বিনা ধান ১৬ এর আবিষ্কারক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ মুন্সী তোফায়েল হোসেন, উপজেলা কৃষি অফিসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ সুশান্ত সাহা, জেলা প্রশিক্ষণ কর্তকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাহ্মণবাড়িয়া; কৃষিবিদ মো. হাবিবুর রহমান, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা প্রমুখ।

উল্লেখ্য, পরীক্ষামূলকভাবে ধান কর্তন করে হেক্টরে ১৪% আর্দ্রতায় ফলন হয়েছে হেক্টরপ্রতি ৬.১৩ টন। কাঙ্ক্ষিত ফলন দেখে এলাকার কৃষকরা মাঠ দিবসে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করেন। বিনা ধান-১৬ স্বপ্ন জীবনকালীন জাত। বীজ তলায় বপনের পর থেকে ৯৬ দিনের মধ্যে ফসল কর্তন করা যায়। আগাম জাত হওয়ার কারণে ধান কর্তন করে এই ধানের জমিতে সরিষা বপন করা যাবে। এতে আর্থিক মুনাফা বেশি হবে। এ বছর পুথাই গ্রামের প্রায় ৬০ ভাগ জমিতে এ জাতের ধানের চাষ হয়েছে।

*মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা*

# ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে নতুন

*৬ষ্ঠ পাতার পর*

ছিলেন প্রকল্প পরিচালক ও কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মহাসচিব কৃষিবিদ মোঃ খায়রুল আলম (পিন্স)।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, খুলনা আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ব্রহ্ম ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট দৌলতপুর খুলনার উপাধ্যক্ষ কৃষিবিদ শেখ মোঃ শহীদুজ্জামান। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনির সঞ্চালনায় কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন উপপ্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. ফ ম মাহবুবুর রহমান।

*মোঃ আব্দুর রহমান, কৃতসা, খুলনা*

# হাওড় অঞ্চলে বেরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম মিলনায়তন, কিশোরগঞ্জ সদর, কিশোরগঞ্জে, বাংলাদেশ ধান গবেষণার আয়োজনে ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জের সহযোগিতায় ২৭ অক্টোবর ২০২০ "হাওড় অঞ্চলে বোরো ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষিবিদ মো: আসাদুল্লাহ, পরিচালক (সরেজমিন উইং), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সভাপতিত্বে কর্মশালার প্রধান অতিথি ছিলেন ড: মো: শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) ব্রি। অনুষ্ঠানে হাওড় এলাকায় বোরো ধানের জাত নির্বাচন, বীজ বপন, চারা রোপণ, অন্তপরিচর্যাসহ সুবিধা, অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। উক্ত অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড: কৃষ্ণ পদ হালদার, পরিচালক (প্রশাসন ও সা পরি) ব্রি। ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকগন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক গণআলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

*সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, ময়মনসিংহ*

# পুষ্টি কর্ণার ঃ জলপাই

*সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা*

জলপাই ফলে প্রচুর ভিটামিন 'সি' রয়েছে। এতে ক্যালসিয়াম ও লৌহ বিদ্যমান। খাদ্যোপযোগি প্রতি ১০০ গ্রাম জলপাইয়ে জলীয় অংশ ৮২.০ গ্রাম, মোট খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ১.৬ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৭০ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.০ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ১৬.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২২ মিলিগ্রাম, লৌহ ৩.১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.০৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০১ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৩৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। জলপাইয়ের তেল ম্যাসাজ অয়েল, প্রলেপ ও রোচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সব জেলাতেই জলপাই চাষ হয়। তবে কুমিল্লা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, নরসিংদী, নোয়াখালী জেলায় বেশি উৎপন্ন হয়। জলপাইয়ের দুইটি উচ্চফলনশীল জাত হলো বাউজলপাই-১ ও বারি জলপাই-১। জলপাই থেকে চাটনি ও আচার তৈরি করা হয়। তরকারি ও ডালের সাথে জলপাই রান্না করে স্বাদ বাড়ানো হয়।

# দেশি সুগন্ধি চাল

**দেশের উন্নতি যদি চাই মনে প্রাণে**
**আঙিনা সুরভিত হোক দেশের ধানে**

বিশেষ জাতের ধান থেকে সুগন্ধি চাল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধান আবাদের প্রচলন আছে। প্রধানত পোলাও, বিরিয়ানি, কাচ্চি, জর্দা, ভুনা-খিঁচুড়ি, ফিরনি, পায়েসসহ আরও নানা পদের সুস্বাদু ও দামি খাবার তৈরিতে সুগন্ধি চাল বেশি ব্যবহার হয়। বিয়ে, পূজা-পার্বণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়। অনেক সচ্ছল পরিবারে, বনেদি ঘরে সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ, বাংলামতি) সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়ার রেওয়াজ অহরহ দেখা যায়। চাইনিজ, ইতালিয়ান, থাই ইন্ডিয়ান হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল-মোটেল, পর্যটন কেন্দ্রে প্রধানত ভাত, পোলাও নানা পদের খাবার পরিবেশনে সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দেশি অতি উন্নতমানের সুগন্ধি চালের জাতগুলো সম্পর্কে ধারণা ও প্রচারণার অভাব থাকায় এসব নামি-দামি হোটেলে আমাদের জনপ্রিয় সুগন্ধি ধানের জাতগুলোর পরিবর্তে বিদেশি বাসমতি জাতের চাল ব্যবহার প্রচলন দেখা যায়। অথচ নিজ দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

### *সুগন্ধি চালের জাত*

বিভিন্ন জেলায় অঞ্চলভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধানের জাত আছে। জাতগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অতি সুগন্ধি। এ জাতগুলো প্রধানত চিনিগুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, তুলসীমালা, বাদশাভোগ, খাসখানী, বাঁশফুল, দুর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাখরী অন্যতম। হালকা সুগন্ধযুক্ত জাতগুলোর মধ্যে পুনিয়া, কামিনীসরু, জিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুঁড়া, মধুমাধব, গোবিন্দভোগ, দুধশাইল প্রধান। প্রচলিত জাতগুলোর বেশির ভাগই হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণত উচ্চফলনশীল জাতের তুলনায় অনেক কম। ব্রি উদ্ভাবিত বাংলাদেশে আবাদকৃত উচ্চফলনশীল সুগন্ধি জাতগুলো হলো, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বাংলামতি (ব্রি ধান৫০) ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৯০, বিনাধান-৯, বিনাধান-১৩ প্রভৃতি।

### *বাংলাদেশের বাংলামতিসহ সুগন্ধি ধানের বৈশিষ্ট্য*

* বাংলামতি ধানের চাল ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি ধানের চালের সমকক্ষ। সুপার ফাইন অ্যারোমেটিক রাইস হিসেবে বিশ্বব্যাপী ভারত-পাকিস্তানের বাসমতি চালের যে জনপ্রিয়তা, সুনাম রয়েছে ঠিক সে চালই পাওয়া যাবে বাংলাদেশের বাংলামতি ধান থেকে;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত বাংলামতিসহ অন্যান্য সুগন্ধি চালের বাজারমূল্য আমদানিকৃত সুগন্ধি চালের থেকে অনেক কম, তাই বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই সাশ্রয়ী। অন্যদিকে এর গুণগতমান আমদানিকৃত চাল থেকে কোনো অংশেই কম নয়;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত সুগন্ধি চালে অ্যামাইলেজ কম থাকায় ভাত হয় ঝর ঝরে ও দৃষ্টিনন্দন;
* আমাদের দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল বর্তমানে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে;
* আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন সুগন্ধি চালের গড় দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলার। সুতরাং বাংলামতিসহ অন্যান্য দেশীয় সুগন্ধি চাল ব্যবহার বাড়ালে আমাদের আমদানি খরচ অনেক কমে যাবে;
* সুগন্ধি চালের দেশীয় বাজার চাহিদা বাড়ালে কৃষকের সুগন্ধি চালের উৎপাদন ও এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

*কৃষি তথ্য সার্ভিস*

***ফসলের চাষাবাদ, প্রযুক্তিসহ কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পেতে ভিজিট করুন***
***সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় কৃষি শিরোনামে***
***ইউটিউব চ্যানেল***
***(https://www.youtube.com/channel/UCqiVY_MHLn5gpgzIjt16O8g)***

## রংপুরে কৃষি সচিব মহোদয়ের কফি বাগান পরিদর্শন

কৃষি মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব মো. মেজবাহুল ইসলাম তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার গোয়ালবাড়ি স্থানে ২৪ অক্টোবর ২০২০ সকাল ১০টায় কপি বাগান পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ মহাপরিচালক ড. মো. আবদুল মুঈদ, রংপুর বিভাগ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়য় প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক ড. মোহাম্মদ অজিউল্লা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. মনিরুজ্জামান, রংপুর জেলার উপপরিচালক ড. মো. সরওয়ারুল হক, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, তারাগঞ্জ উপজেলার কৃষি অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যানসহ দুই শতাধিক কৃষক ও কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

*সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর*

## পরিবর্তিত জলবায়ুতে কৃষির সামগ্রিক আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কৃষিবিদ মো: মাসুদ রেজা বলেন ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা মেটাতে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষির সামগ্রিক আধুনিকায়নের কোন বিকল্প নেই। এজন্য পতিত জমিকে চাষের আওতায় আনা, ফসলের উচ্চফলনশীল জাত বিশেষ করে হাইব্রিড জাতের ব্যবহার বাড়ানো এবং কৃষকের মাঠে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের সভা কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আয়োজনে এবং কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় ২৭ অক্টোবর ২০২০ কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ে দিনব্যাপী আঞ্চলিক কর্মশালায় এসব কথা বলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো: ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার সরেজমিন উইংয়ের উপপরিচালক (মনিটরিং) কৃষিবিদ মো: মিজানুর রহমান এবং কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. মো: শাহ কামাল খান।

উদ্বোধনী পর্বে স্বাগত বক্তব্যে কৃষিবিদ ড. মো: শাহ কামাল খান প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম, চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি আওহাওয়া বিষয়ক ডিসপ্লে বোর্ড, অটোমেটিক রেইন গজ, উপজেলা পর্যায়ে কিয়স্ক এবং অঞ্চল পর্যায়ে কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের এবং নার্সভুক্ত দপ্তর সমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ, কৃষক, জনপ্রতিনিধি এবং মিডিয়াকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

# সকল উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হলো কৃষি

*মোঃ আব্দুর রহমান, কৃতসা, খুলনা*

*অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, এআইএস*

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেন সকল উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হলো কৃষি। বর্তমান সরকারের কৃষি নীতি ও তা বাস্তবায়ন করার আন্তরিকতার কারণে দুর্ভিক্ষ ও নৈরাজ্যের দেশ থেকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিতে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ৮ নভেম্বর ২০২০ কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর যশোর প্রশিক্ষণ হলে দুই দিন ব্যাপী আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের ২১ দফার অন্যতম দফা হলো পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ করা, আধুনিক কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা। এসব লক্ষ্যকে সামনে রেখে যোগ্য, অভিজ্ঞ, দূরদর্শী ও আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত বিজ্ঞানী মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না, কাউকে না খাইয়ে রাখা যাবে না এবং সকলের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃষি মন্ত্রণালয় নানা কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যশোর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনির সঞ্চলনায় ডিএই যশোর উপপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। দুই দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে যশোর, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার ১৫টি এআইসিসি'র ৩০জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

## ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ১৯ অক্টোবর ২০২০ খুলনার গল্লামারীস্থ মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১*

## মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সব ধরনের উদ্যোগ

প্রথম পাতার পর

উদ্যোক্তা করতে পারলে মাশরুমের স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি হবে। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২৭অক্টোবর ২০২০ মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের সাথে 'মাশরুম চাষের সমস্যা, সম্ভাবনা ও সমাধান' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন।

মাশরুম চাষের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে শীঘ্রই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে জানিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মাশরুমের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হলে গবেষণা বাড়াতে হবে। গবেষণা করে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ও মৌসুমভিত্তিক নতুন জাতের মাশরুম উদ্ভাবন করতে হবে এবং চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে। সেজন্য মাশরুম বিষয়ে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞদের আমরা কাজে লাগাব। মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে শক্তিশালী করব। শীঘ্রই প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আমরা দেশের হর্টিকালচার সেন্টার, মাশরুম সেন্টার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করব যাতে করে তারা নতুন জাত উদ্ভাবন করতে পারে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, চাষি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের তথ্যানুসারে, মাশরুম উৎপাদন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। দেশে বর্তমানে প্রায় ৪০,০০০ মেট্রিক টন মাশরুম প্রতি বছর উৎপাদন হচ্ছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মাশরুম ও মাশরুমজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে বিশ্বের অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ প্রায় সব দেশেই মাশরুম আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাশরুম রপ্তানির অনেক সুযোগ রয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম এবং অতিরিক্তি সচিব (সম্প্রসারণ) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল এ সময় উপস্থিত ছিলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: আব্দুল মুঈদ। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সারাদেশ থেকে মাশরুম চাষি ও উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধিরা অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

'বাংলাদেশে মাশরুম চাষের প্রয়োজনীয়তা, সুযোগ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক নিরদ চন্দ্র সরকার।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

## ফলন বাড়াতে সিলেট অঞ্চলে নতুন জাত

প্রথম পাতার পর

ফলন বৃদ্ধিতে করণীয়" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

কৃষি সচিব বলেন, বর্তমান খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য সরকার হাইব্রিড ও ইনব্রিড ধানের বীজ প্রয়োজনে বিনামুল্যে বিতরণ করবে। এ বছর বোরো বীজে সরকার কেজি প্রতি ১০ টাকা হারে ভর্তুকি দিচ্ছে। এসব বীজ সুষ্ঠভাবে বিপণন ও বিতরণ করতে হবে। সিলেট অঞ্চলের পতিত জমিগুলো চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বীজ ও সারে সরকার যে ভর্তুকি দিচ্ছে তা কাজে লাগিয়ে ফলন বাড়ানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি অংশগ্রহণকারী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। করোনাকালে ধান কাটায় কৃষি কর্মচারীদের তৎপরতার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. মোঃ মোস্তফা কামাল, প্রধান, ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় হবিগঞ্জ। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি, কৃষিবিদ ড. মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই এবং ড. কৃষ্ণ পদ হালদার, পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), ব্রি।

ব্রি এর পক্ষ থেকে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. খন্দকার মোঃ ইফতেখারুদৌলা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ব্রি। ডিএই এর পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মজুমদার মোঃ ইলিয়াস, ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল। এছাড়াও সিলেট অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীগণ, সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

*কৃষিবিদ মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট*

# বজ্রপাত পূর্বাভাসের ব্যবস্থা করছে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প

*কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চল*

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের অগ্রগতি শীর্ষক এক আঞ্চলিক কর্মশালা ২৮ অক্টোবর ২০২০ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শাহ কামাল খান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মঞ্জুরুল হুদা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট, হাটহাজারি কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কমকর্তা ড. মোঃ খলিলুর রহমান ভূঁইয়া।

ডিএই চট্টগ্রাম অঞ্চলের পক্ষ থেকে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অতিরিক্ত পরিচালক কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ নাছির উদ্দিন।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে বলেন, এ দেশের কৃষি প্রকৃতি নির্ভর। সঠিক সময়ে দুর্যোগকালীন পূবাভাস পাওয়া গেলে কৃষক ফসল রোপণ, কর্তনের সঠিক সিদ্ধান্ত যেমন গ্রহন করতে পারে তেমনি দুর্যোগের সময় ক্ষতিও পুষিয়ে নিতে পারে। পাশাপাশি সম্প্রসারণকর্মীও সঠিক সময়ে টেকসই কৃষি প্রযুক্তি ও সম্প্রসারণ করতে পারেন। আর এ কাজে সাহায্য করছে কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরন প্রকল্প।

মূল প্রবন্ধে প্রকল্প পরিচালক ড. মো: শাহ কামাল খান প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম, চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মচারী ছাড়াও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিসহ শতাধিক অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেন।

*কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার*

# বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে

শেষের পাতার পর

অর্জন ব্যাহত না হয়। করোনার মধ্যেও বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়নি। করোনা পরিস্থিতির মাঝেও বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় ভাল অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ সমৃদ্ধশালী উন্নত দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্ব, সাহস, দৃঢ়তা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায়।

এগ্রিকালচারাল রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি মো: আশরাফ আলির সভাপতিত্বে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জুয়েনা আজিজ, সাবেক কৃষিসচিব আনোয়ার ফারুক, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান মো: সায়েদুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল মুঈদ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)-এর মহাপরিচালক ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এআরএফের যুগ্ম-সম্পাদক ফয়জুল সিদ্দিকি এবং সঞ্চালনা করেন এআরএফের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হাসান। এসময় এআরএফের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# খাদ্য নিরাপত্তা ও ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতে সারাদেশে আরও শস্যগুদাম নির্মাণ

প্রথম পাতার পর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলে ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদাম পরিচালিত হচ্ছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটি গুদামের গড় ধারণ ক্ষমতা ২৫০ মেট্রিক টন। বাৎসরিক গড়ে ৪,৩৬৫ জন কৃষক পরিবারকে ৪,৯২১ মেট্রিক টন শস্য জমার বিপরীতে ৬০৪.৯১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে বর্তমানে কুইন্টাল প্রতি মাসিক ১০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা গুদাম তহবিল গঠন করা হয়। কৃষকগণ সংরক্ষিত শস্যের মূল্যের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৮০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। পরবর্তীতে ফসলের দাম বৃদ্ধি পেলে গুদামে রক্ষিত ফসল উত্তোলন ও তা বাজারে বিক্রি করে গুদাম ভাড়া ও ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করেন। উল্লেখ্য, ঋণ আদায়ের হার ৯৮%।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক এলজিইডির ৬৯টি খাদ্য গুদামের মালিকানা হস্তান্তরের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৯টি খাদ্য গুদাম কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করার সম্মতি প্রদান করে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, বিএনপি'র নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের শাসনামলে দেশে কৃষির উন্নয়নে কোনো গুরুত্ব প্রদান করেনি, কৃষিতে চরম অবহেলা দেখিয়েছিল। সারসহ কৃষি উপকরণ নিয়ে চরম হাহাকার ছিল। শুধু সারের জন্য ১৮ জন কৃষককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করছে। কৃষিবান্ধব নীতিগ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সার, বীজসহ কোনো কৃষি উপকরণ নিয়ে কোনো সংকট নেই। ফলে বিগত ১০ বছরে কৃষির অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে যা সারা বিশ্বে প্রশংসিত ও নন্দিত হচ্ছে।

মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি বলেন, কৃষি খাতকে আরো আধুনিকায়ন, গুণগত পরিবর্তন এবং প্রযুক্তির বিকাশ ঘটাতে উপজেলা পর্যায়ে কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্ত। এর মাধ্যমে কৃষকেরা সারা বিশ্বে উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি, তথ্য-উপাত্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়ে কৃষি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। আর এভাবেই কৃষি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেই স্বপ্ন ঘিরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে স্বমহিমায়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্প এর অধীনে ২০২২ সালের মধ্যে এসব কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হলে কৃষক প্রশিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে এবং কৃষকের জন্য নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সহজ হবে। এর ফলে দ্রুত সময়ে মাঠপর্যায়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ সহজ হবে।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো: হাসানুজ্জামান কল্লোল। এসময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ সারাদেশের বিভিন্ন উপজেলার প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের প্রায় চার শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

*প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

# সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ সপ্তম সংখ্যা
❑ কার্তিক-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ


## কৃষিতে করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার নির্দেশ মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর

*অনলাইনে এডিপি সভায় বক্তব্যরত মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

করোনার সম্ভাব্য দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, ইউরোপের অনেক দেশেই করোনা আক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ দেখা যাচ্ছে। এই দ্বিতীয় ঢেউ যদি বাংলাদেশে আসে তবে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবে কৃষি খাত। এক্ষেত্রে আমাদেরকে যে ধরনের পরিস্থিতিই আসুক না কেন তা মোকাবেলা করে কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। সেজন্য সেটি বিবেচনায় নিয়ে সার্বিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২০ অক্টোবর ২০২০ মঙ্গলবার মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে অনলাইনে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনায় সভায় এ কথা বলেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এ সময় মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, মার্চ মাসে

*এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১*

## বাংলার কৃষি হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় খাত–মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

*অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম এমপি*

বাংলার কৃষি হবে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় খাত। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি উন্নয়নের পথে। গরু-লাঙ্গল নিয়ে আর মাঠে নয়। এখন চলছে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ। ২০ অক্টোবর ২০২০ পিরোজপুরের নেছারাবাদ উপজেলা পরিষদ চত্বরে তিন দিনের কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ.ম. রেজাউল করিম এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, করোনা পরবর্তী বিশ্বের অনেক স্থানে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। তবে বাংলাদেশের একজন মানুষও না খেয়ে মারা যায়নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাইতো কৃষির এত সফলতা। আমরা মনে করি, কৃষক বাঁচলেই বাঁচবে দেশ।

প্রধান অতিথি কৃষি তথ্য সার্ভিসের স্টলে এসে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে কৃষকের সেবা প্রত্যক্ষ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এ মেলায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মোশারেফ হোসেন।

*এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩*

## বাংলাদেশে এসডিজি অর্জনে কৃষির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি–মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

*ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি*

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান শতকরা হারের হিসেবে আগের তুলনায় কমলেও, এর গুরুত্ব কমেনি। সকলের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং দারিদ্র্যবিমোচন করতে কৃষি হলো মূল চালিকাশক্তি। পাশাপাশি, দেশে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে কৃষিখাত সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২১ অক্টোবর ২০২০ বুধবার কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে এগ্রিকালচারাল রিপোর্টার্স ফোরাম (এআরএফ) আয়োজিত 'বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে কৃষির ভূমিকা' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মহামারি করোনার প্রভাবে বাংলাদেশে এসডিজি অর্জন ব্যাহত হবে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে মন্তব্য করার সময় এখনো আসেনি। তবে আমরা চেষ্টা করব যাতে এসডিজি

*এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১*


**সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম**

**কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন**

**ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd**